ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

বিপন্ন অতীতের মাঝে বর্তমানের বিশ্ববীক্ষণ *অসংবৃত অন্ধকার*

*প্রফেসর ড. শিখা সরকার

সারসংক্ষেপ: সৃষ্টির আদি থেকেই শুভ আর অশুভ শক্তির দ্বন্দ্ব। পৌরাণিক যুগে এই অশুভ শক্তি দানব বা রাক্ষস নামে পরিচিত। তারা দেবতাদের সাথে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতো। স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যারা মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে ইতিহাসের সেই ঘৃণ্য কুচক্রীদের মাঝে কবি অনীক মাহমুদ পুরাণ খ্যাত দানব বা রাক্ষসদের অবলোকন করেছেন। পৌরাণিক দানব এবং ইতিহাসের নিষ্ঠুর অত্যাচারীদের সমকালের চেতনায় বিশ্লেষণ করেছেন সব্যসাচী কবি অনীক মাহমুদ তাঁর *অসংবৃত অন্ধকার* কাব্যগ্রন্থে। বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ কবির এই কাব্যগ্রন্থটিতে ইতিহাস এবং মিথের সাথে পরবর্তীকালের অশুভ চরিত্রগুলোর তুল্যস্বরূপ সন্ধান আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

পৌরাণিক যুগের অসুর দানবদের অশুভ শক্তি উন্মোচনের এক অনবদ্য কাব্যিক নিদর্শন কবি অনীক মাহমুদের *অসংবৃত অন্ধকার*।[১] দেবতা অসুরের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় তিনি নির্মাণ করেছেন ছত্রিশটি দানবচরিত্র। তারা প্রত্যেকে দেবতার সাথে যুদ্ধ করে ক্ষমতার দম্ভে বলীয়ান। গ্রন্থটি দুটি পর্বে বিভক্ত। একটি 'অন্তঃপাতী কাণ্ড' অন্যটি 'আশ্রম কাণ্ড'। 'আশ্রম কাণ্ড' নাম উপদ্রুত তপোবন। 'অন্তঃপাতী কাণ্ডে' পৌরাণিক অসুরদের সঙ্গে যোগ হয়েছে বৃন্দাসুর- যারা মানবরূপী শয়তান। মানুষের আসুরিক প্রবৃত্তি সুখ শান্তি সভ্যতা বিনষ্টকারীদের নিয়ে 'বৃন্দাসুর'। অতীতকে বর্তমানের স্রোতে মিলিয়েছেন সমাজ সচেতন কবি অনীক মাহমুদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ পীড়িত মানুষের জীবন গ্রাস করে নৈরাশ্য, হতাশা। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অশনী সংকেত সচেতন মানুষকে আলোড়িত করে তীব্রভাবে। জীবনের শেষপর্বে রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন-

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই,
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।[২]

পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, সাতচল্লিশের দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর সঙ্কট, রাজাকারদের নব উত্থান, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে মানুষের বেশ পরিবর্তন, টুইন টাওয়ার ধ্বংসসহ সমকালের ঘটনাবলী– যেখানে মানবতা লাঞ্ছিত হয়েছে তাতে উদ্বিগ্ন কবি অনীক মাহমুদ। সমকালের ঘটনাবলীকে তিনি পুরাণ এবং ইতিহাসের আলোকে পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। "এ পৃথিবী রাবণাক্ত গলদের ভারপট্টি থেকে মুক্তির নিশানা খোঁজে হার্দ্য কলাক্ষেত্র গরিমান চিরশ্রী টোপর"[৩]– এই প্রত্যাশায় কবির *অসংবৃত অন্ধকার*।

ঋকবেদ এবং *অথর্ববেদে* বলা হয়েছে- যারা দেবতা বিরোধী, যাদের সুধা নেই, সমুদ্র মন্থনে উত্থিত অমৃত থেকে যারা বঞ্চিত তারাই অসুর।[৪] *ঐতরেয় ব্রাহ্মণে* আছে, প্রজাপতির নিঃশ্বাস একবার প্রবল বেগে বইছে। সেই নিঃশ্বাস হতে অসুরদের জন্ম হয়। এরা দেবপূজা ও যজ্ঞ

* বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

ধ্বংস করতো। এরা রাত্রি ও অন্ধকারের প্রতীক। এজন্যই কবি অনীক মাহমুদ তাঁর কাব্যের নামকরণ করেছেন *অসংবৃত অন্ধকার*। অসুর চরিত্র উন্মোচনে এই কাব্যিক আয়োজন।

অসুরদের মত দানব এবং রাক্ষসরাও দেবতা বিরোধী। তবে এদের উৎপত্তি এক নয়। কশ্যপ এবং দনুর গর্ভজাত সন্তানরা দানব নামে খ্যাত। রাক্ষসদের উৎপত্তি সম্বন্ধে রামায়ণে আছে যে ব্রহ্মা জল সৃষ্টি করে তা রক্ষার আদেশ দিয়েছিলেন যাদের তারাই রাক্ষস। তবে ঐতিহাসিকদের মতে আর্যদের আগমনের পূর্বে যে জাতি এদেশে বসবাস করতো তাদের অনার্য রাক্ষস বলা হতো। দৈহিক গঠনে এরা আর্যদের মত সুশ্রী নয় বরং কদাকার। এই রাক্ষস বংশের সবচেয়ে প্রতাপশালী লঙ্কার রাজা রাবণ। *অসংবৃত অন্ধকার* গ্রন্থের প্রথম কবিতার নাম *রাবণ*। *রামায়ণের* রাবণ চরিত্র যেভাবে বর্ণিত হয়েছে কবি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই রাবনকে নির্মাণ করেছেন। রাবণের দৈহিক গঠন রামায়ণ অনুযায়ী - "দশ মস্তক, বিশ বাহু, প্রদীপ্ত কেশী, ঘোরকৃষ্ণ, লোহিতওষ্ঠ, বীভৎস দর্শন।"[৫] বিশ্বশ্রবা মুনি এবং নিকষার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাবণ। তপস্যায় সিদ্ধ হয়ে ব্রহ্মার বরে দেবতা, রক্ষ-যক্ষের অবধ্য। মানুষকে রাবণ তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। প্রবল পরাক্রান্ত রাবণ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের লঙ্কা অধিকার করে লঙ্কার রাজা হন। বেদবতী এবং রম্ভার সতীত্ব নাশ করায় নলকুবেরের অভিশাপ ছিল– যদি রাবণ বলপূর্বক কোন নারীর সম্ভ্রম হরণ করে তবে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হবে। এ কারণে সীতা হরণ করেও সীতার প্রতি কখনো বলপ্রয়োগ করেনি রাবণ।[৬]

আধুনিকতার পথিকৃৎ মাইকেল মধুসূদন দত্ত *মেঘনাদবধ কাব্যে* রাবণকে মহিমান্বিত করেছেন।[৭] রাবণ সেখানে দেশপ্রেমিক প্রজাবৎসল রাজা, পুত্রবৎসল পিতা। আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এক সংগ্রামী মানুষ। বুদ্ধদেব বসু *রাবণ* নাটকে রাবণের প্রেমিক সত্তাকে উন্মোচন করেছেন। রামায়ণে আছে মিথিলার রাজা জনকের হরধনুতে জ্যা পরাতে রাবণও নাকি চেষ্টা করেছিলেন। অশোকবনে বন্দিনী সীতার কাছে পাণি প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে রাবণ। কিন্তু কবি অনীক মাহমুদের রাবণ কেবলি দুর্মদ দুরাচারী এক রাক্ষস। কবির ভাষায়-

> মহারাক্ষস রাবণের অর্জনগুলো নিরেট বেখাপ্পা অকল্যাণ সমদর্শী
> দুষ্কর্ম দৌরাত্ম্য একবৃন্তে ঝুলন্ত বিষফল জন্মের দক্ষিণায় উচ্চারিত।[৮]

একটি কবিতায় রাবণের জীবনকে নিপুণ দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন কবি।

দ্বিতীয় কবিতা *ত্রিপুর দানব*। তারকাসুরের তিনপুত্র কমলাক্ষ, তারকাসুর, বিদ্যুন্মালীকে এক সঙ্গে ত্রিপুর দানব বলে।[৯] তিন দানবের আলয় তিনলোকে। রাবণের শ্বশুর মন্দোদরীর পিতা ময়দানব অপার দরদে নিপুণ হাতে তিনটি আলয় নির্মাণ করেছিলেন-কমলাক্ষের জন্য অন্তরীক্ষে রৌপ্যময়পুর, তারকাক্ষের জন্য স্বর্গলোকে স্বর্ণময়পুরী এবং বিদ্যুন্মালীর জন্য পৃথিবীতে কৃষ্ণলৌহপুর। শুরু হয় দেব অসুরের ক্ষমতার লড়াই। এই তিন দানবকে বিষ্ণু মহাদেব প্রদত্ত পাশুপত অস্ত্র দিয়ে এক সঙ্গে হত্যা করেন। ব্রহ্মার সাহায্যে বিষ্ণু যেভাবে ত্রিপুর দানবকে হত্যা করেন কবিতায় এই চিত্রকল্পটি বর্ণিত হয়েছে-

> দৈবী মহাভারে চলমান যুদ্ধযান যখনই মৃত্তিকাবন্দরে প্রবিষ্টে সমুদ্যত/ তখনই নারায়ণ ককুদ হেলিয়ে বৃষরূপী শক্তিরোলে শরভাগ থেকে হলেন নির্গত/ উত্তোলিত রথ অসুর দলনে ফিরে পেলো অমিত শক্তির মহাতেজ একপদ বৃষপৃষ্টে অপরটি হলো স্থিত অশ্বপৃষ্ঠে

কঁপে উঠলো অসুর ত্রয়ীর ত্রিপুর প্রাসাদ। সহসাই সমারূঢ় ত্রয়ীভ্রাতা একবৃন্তে এক সে কাতারে/ পাশুপত অস্ত্রাঘাতে দগ্ধিভূত দানব ত্রিপুর প্রভুদের মল্লদেহ ছিন্ন ভিন্ন/ অতঃপর নিক্ষেপিত পশ্চিম সাগরে।[১০]

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের জয় হয়। অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে শুভ শক্তির উত্থান। পৃথিবীর শান্তি আবাহনে দানবকে পরাজিত করে দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সত্যকে কবিতায় তুলে ধরেছেন কবি অনীক মাহমুদ-

অসুর দানব পায়নাকো পথ
নৈতিকতা ন্যায়ের মশালে
পারে না জ্বালাতে সৌহার্দ্যের আলো...।[১১]

রাক্ষসকুলে যেমন রাবণ তেমনি দৈত্যকুলের রাজা হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপু ছিল বিষ্ণুর ঘোর বিরোধী। কারণ বিষ্ণু বরাহ অবতারে তার বড় ভাই হিরণ্যাক্ষকে হত্যা করে। অথচ হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ ছিল হরিভক্ত। বিষ্ণুর উপাসক। হিরণ্যকশিপু নানাভাবে প্রহ্লাদকে হত্যার চেষ্টা করেছেন কিন্তু বিষ্ণু তাঁকে রক্ষা করেছেন। নৃসিংহ অবতার হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করে। হিরণ্যকশিপুর আত্মকথনে কবিতাটি রচিত। প্রহ্লাদকে উদ্দেশ্য করে হিরণ্যকশিপু বলছে-

প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে জন্মেও আত্মসুখকামী স্বার্থান্ধকে দিয়েছো প্রশ্রয়
জন্মদাতা পিতৃঋণ কীভাবে হিতৈষী বর্মে করবে ধারণ
শোধবে শোনিত মন্ত্রে বংশের তিলক ঐতিহ্যের ঐতরেয়
নমো নারায়ণায় ব্রহ্মাবিদ্যাস্বরূপ জপে গেলে আত্মার্থে অসুর বিনাশক মন্ত্র।"[১২]

হিরণ্যকশিপু আক্ষেপ আত্মানুশোচনা প্রকাশ পেয়েছে-

তোমার পিতার দানবিক কর্মকাণ্ড/
অবিবেচক অবিদ্যক মতিভ্রম..."।[১৩]

ভাগ্যের এই নির্মম পরিহাসের জন্য নিয়তিকে দায়ী করেছেন হিরণ্যকশিপু-

জাতিস্মর নই - বুঝিনি বৈকুণ্ঠের দ্বারবান বিজয়ের অপরাধী কী?[১৪]

পুরাণ মতে স্বর্গের দ্বার রক্ষক জয় এবং বিজয়ের অপরাধের কারণে তাদের মর্ত্যলোকে জন্ম নিতে হয়। শ্রীবিষ্ণুর সাথে শত্রুতা করলে দ্রুত তারা স্বর্গে আসতে পারবে তাই পৃথিবীতে তারা হরির শত্রু এবং তাঁর হাতেই তাদের মৃত্যু।

হিরণ্যকশিপু কবিতাটিতে কবি তাঁর সমকালে দানবিক অত্যাচারের উল্লেখ করেছেন:

পৃথিবীর গতিবাদী জীবনের প্রবহমান রূপ-রূপান্তরের
পরিসীমা সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলির পুরাণ প্রস্রবণ
শতধা পথের বাঁকে বাঁকে
দজলা-ফোরাত-সিন-ভোলগা-আমাজান
আমুদরিয়া-ইয়াংসি-নীল দানব-মানবের
রক্তক্লেদের বাঁকা ঊর্মিলতা।[১৫] (পৃ. ১৩)

'বৃত্রাসুর' কবিতাটিতে পৌরাণিক অভিক্ষেপের বৈরি উদ্ভাসন ঘটেছে সমকালের মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে-

আমাদের মর্ত্যলোক আকীর্ণ বৃত্রের দম্ভে
লোভ আর লিপ্সার মিশেল ওজারতি ঢেলে দিয়ে
কত ট্রয়-হিরোশিমা-নাগাসাকি-বসনিয়া-একাত্তর
উন্মুখর করে দিতে পারে...।[১৬]

এর কারণ হিসেবে কবি উল্লেখ করেছেন -

ঈর্ষাবৃত্ত কখনো বোধের মূলে ঢালতে পারে না।
সৌহার্দ্যের জল[১৭]

বৃত্রাসুরকে বধের জন্য মহাঋষি দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মিত হয়েছিল। সেই বজ্র নিক্ষেপ করে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেন।

অসংবৃত অন্ধকারে কাব্যে কয়েকটি চতুর্দশপদী কবিতা রয়েছে যেমন- *মধুকৈটভ*, *ধেনুকাসুর*, *হিরণ্যাক্ষ*, *হয়গ্রীব*, *কবন্ধ*, *প্রলম্বাসুর*, *মহিষাসুর*, *আলোইদা*, *একিদনা*, *মীরজাফর*, *হালাকুখাঁ*, *রাহু* এবং *বিক্ষুব্ধ দানব*। বেশিরভাগ কবিতাতেই পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে তিনি সমকালকে দর্শন করেছেন। - এই সনেটগুলোর অষ্টকে পৌরাণিক কাহিনী আর ষটকে তারই নির্যাস বর্তমানের প্রেক্ষাপটে-

পৃথিবীর রক্তহোলি জিঘাংসার নরমেধে ফোঁসে
হিটলার-মুসোলিনী দ্বারপ্রান্তে অনুবৃত্তি ঘোষে।[১৮]

অথবা,

সুরাসুর স্রোতধারা অধিলোকে নিরন্তর আজো ক্ষীপ্রমান[১৯]

'হিরণ্যাক্ষ' কবিতায় লিখেছেন-

আছো দেখি দিশে দিশে চেতনাউষ্ণীষে অসুর মানবে যুদ্ধ।[২০]

আলোইদা, *একিদনা* গ্রীক মিথোলজি থেকে সংগৃহীত। *আলোইদার* সাথে সুন্দ-উপসুন্দ উপাখ্যানের সাদৃশ্য রয়েছে। ওটাস ও একিয়েলটিস আলোইদা ভ্রাতৃদ্বয় সুন্দ-উপসুন্দের মত দেবী আর্টেমিসকে পাবার জন্য নিজেরাই নিজেদের মৃত্যু ডেকে এনেছে। একিদনা এক ভয়ঙ্কর দানবী। সনেটগুলোর মধ্যে অন্যতম *মীরজাফর*। যার কারণে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার শোচনীয় পরাজয় ঘটে পলাশীর প্রান্তরে। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর আজও মানুষের ঘৃণা কুড়িয়ে চলেছে। মীরজাফরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে রয়েছে দানবের ক্রুর রক্ত। তাই কবি লিখেছেন-

মানবে দানব স্থিতি এভাবে জ্বালিয়ে যাবে অনাস্থা হাপর।[২১]

কুগ্রহ রাহু, হালাকু খাঁর মত নরপিশাচরা যুগে যুগে জন্মায়। বৃটিশ জেনারেল ও ডায়ার, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, পাকিস্তানী আর্মির ৭১ এর বিভৎসতা, হিটলার তার নাৎসী বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, টুইন টাওয়ার ধ্বংস দানবিক শক্তির এক আসুরিক লীলা। তাদের নিষ্ঠুরতার কাছে অসহায় মানুষ। কবির ভাষায়-

মানবের কীর্তিলতা সেবাব্রতী দায়দীক্ষা নতজানু শুধু
বিক্ষুব্ধ দানব আজ পৃথিবীর দিশে দিশে লেপ্টে দেয় ধু- ধু।[২২]

পৌরাণিক যুগ থেকে আজ অব্দি যে সব নরহত্যা, শিশুহত্যাসহ আসুরিক তাণ্ডব চলে তা বিক্ষুব্ধ দানবের জিঘাংসার প্রকাশ। কবি অনীক মাহমুদ দানব চরিত্র রূপায়ণে সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম প্রতিটি নরহত্যার উল্লেখ করেছেন তিনি। বাগদাদ, কাবুল-কান্দাহার, তিউনিসিয়া থেকে আমেরিকার টুইন টাওয়ারসহ সমসাময়িক ঘটনাবলী যেন দানব ক্রীড়ার নগ্নরূপ।

পুতনা, তাড়কা, শূর্পনখা এই তিন রাক্ষসীকে নিয়ে *অসংবৃত অন্ধকার* এ তিনটি কবিতা রয়েছে। শিশু কৃষ্ণকে হত্যার জন্য কংস পুতনাকে পাঠায়। পুতনা তার স্তনে বিষ মাখিয়ে কৃষ্ণ ভেবে বহু শিশুকে হত্যা করে। অবশেষে কৃষ্ণের হাতে তার মৃত্যু হয়। *রামায়ণের* তাড়কারাক্ষসী ছিল ঋষিদের যম। বিশ্বমিত্র রাম-লক্ষণের সাহায্যে তাড়কাকে বধ করেন। রাবণের বোন শূর্পণখার কারণে রাম-রাবণের যুদ্ধ। *মেঘনাদবধ কাব্যে* রাবণ বলছে -

> হায়, শূর্পনখা,
> কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুইরে অভাগী
> কালপঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা এ ভূজগে?[২৩]

কবি অনীক মাহমুদ লিখেছেন -

> দণ্ডকারণ্য আজকের অরণ্যের দিনরাত্রির বিপাদিকা
> অনুরাগ ছিন্ন করে যায়- আমাদের বয়সিনী পৃথিবী প্রমাতার
> গৃহকোণ- গেরস্থালিতে শূর্পনখা অষ্টপ্রহর চক্কর দেয় নির্বিবাদে...।[২৪]

নদেরচাঁদ-মহুয়া, লিলিপুট-গ্যালিভার, আমাজান-মিসিসিপি, নায়েগ্রা ফলস, হোয়াংহোর চিত্রকল্পে 'বামনাসুর' কবিতাটি তাৎপর্যময়।

'বৃন্দাসুর' পর্বে মোট ছয়টি কবিতা রয়েছে, *আবু জেহেল, শিশুপাল, ইয়াগো, বিভীষণ, মন্থরা,* এবং *লীলাসুর*। এই ছয়টি চরিত্র সব শুভ কল্যাণ কাজে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। মহানবীর জাতি শত্রু ছিল আবু জেহেল। একজন অত্যাচারী মানব। শিশুপালও তাই। শ্রীকৃষ্ণের চরম শত্রু। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ পণ্ড করার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ নিন্দা শুরু করে। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের সাহায্যে তার মাথা কেটে ফেলে। ওথেলো-ডেসডিমোনার জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল ইয়াগো।[২৫] ওথেলোর মনে সন্দেহের বীজ বুনে দিয়েছিল কুচক্রী ইয়াগো। ঘরের শত্রু বিভীষণ এখন প্রবাদ। তার কারণে নিরস্ত্র মেঘনাদের মৃত্যু। সবংশে নিহত হন রাবণ। ধর্মের অছিলায় শত্রুপক্ষে রামের সাথে যোগ দেয় বিভীষণ। তাই তো মধুসূদনের মেঘনাদ প্রশ্ন তোলেন:

> —— কোন ধর্মমতে কহ দাসে, শুনি,
> জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, —— এ সকলে দিলা
> জলাঞ্জলি?[২৬]

রামের অভিষেকে বাধা মন্থরা। কুঁজীদাসী মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠায়। কবি লিখেছেন-

> বক্রদেহী বুড়ির প্রেতাত্মা আজো ঢালে বিষ।[২৭]

'বৃন্দাসুর' পর্বে পুরাণ ও ইতিহাসকে একসূত্রে গেঁথেছেন কবি। ভারতীয় পুরাণ এবং গ্রীক মিথোলজিকে মিলিয়েছেন নতুন ব্যঞ্জনায়। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনের লীলাসুর খুঁজে পান মুক্তিযোদ্ধার ভান করা রাজাকারের মধ্যে।

> লীলাসুর লোলচর্ম ভাল্লুকগলার মলাহার নিয়ে একেবারে এসেছিলো যমুনা পেরিয়ে বৃন্দাবনে, আমাদের লোকনাথ গুরুজি বলতেন, ব্যাটা রাজাকার মুক্তিযোদ্ধার ভান করে স্বার্থ সিদ্ধিতে কখনো কখনো ধারণ করে কালো ব্যাচ। বলতে পারো ছদ্মবেশি রাহু দেবতার আসরে চেহারা বদলিয়ে অমৃতপালের চেষ্টা।[২৮]

আমাদের দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু কিছু ভোল পাল্টানোর বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। তাই লেবাসধারীদের কটাক্ষ করে লেখা কবির এই কবিতা।

এই গ্রন্থটি শেষ হয়েছে একটি নাট্যকাব্য দিয়ে। নাট্যকাব্যের নাম *উপদ্রুত তপোবন*। তপোবন এর কথায় আমাদের মনে পড়ে মহাকবি কালিদাসের *অভিজ্ঞানম শকুন্তলম* এর সেই তপোবন। মহর্ষি কন্বের আশ্রম, যেখানে হরিণ শিশুরা নির্ভয়ে খেলা করে। তপস্বীরা নির্বিঘ্নে বেদ চর্চা করে। অরণ্যের মাঝে পুষ্প লতা-গুল্ম পরিবেষ্টিত আশ্রম। মালিনী নদীর পাশে এই তপোবনে শকুন্তলা বড় হয়েছে। কালিদাসের এই নাটকের বাংলা অনুবাদ করেছেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর বর্ণনায় তপোবনের এক চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে "রাজা সারথিকে কহিলেন সূত, রথ চালন কর, তপোবন দর্শন দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিব। রাজা কিয়ৎদূর গমন ও ইতঃস্তত দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া কহিলেন, সূত কেহ কহিয়া দিতেছেনা তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখ! কোটরস্থিত শুকের মুখভ্রষ্ট নীবার সকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে, তপস্বীরা যাহাতে ইঙ্গুলীফল ভাঙ্গিয়াছেন, সেই সকল তরুতলে পতিত আছে, ঐ দেখ কুশভূমিতে হরিণ শিশু সকল, নিঃশঙ্কচিত্তে চরিয়া বেড়াইতেছে এবং যজ্ঞীয় ধূমের সমাগমে, নব পল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে।[২৯] রবীন্দ্রনাথও আক্ষেপ করে লিখেছেন-

> হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।[৩০]

কণ্বমুনির আশ্রমে রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেম পরিণয় তারপর স্মৃতি ভ্রষ্ট রাজার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে শকুন্তলা আশ্রয় নিয়েছিল মারীচ মুনির আশ্রমে। কয়েক বছর পর সেই আশ্রমে স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি মাতলির সঙ্গে দুষ্মন্ত আসেন। পূর্ণ মর্যাদায় শকুন্তলা ও তার পুত্র ভরতকে রাজপুরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যান দুষ্মন্ত।

কবি অনীক মাহমুদের *উপদ্রুত তপোবন* নাট্যকাব্যে মাতলির সাথে তপোবনে অবতরণ করেন মহাকবি কালিদাস। কিন্তু তপোবনের সেই সৌন্দর্য অন্তর্হিত। কারণ এই তপোবনে আশ্রয় নিয়েছে বিভীষণ, দুর্যোধন আর হিটালাররা। যারা তিনজনেই ছিল তিনটি বড় যুদ্ধের কারণ। মানবজীবনের সব শান্তি বিনষ্ট করে অজস্র লোকক্ষয় আর রক্তাক্ত হয়েছিল ইতিহাসের তিনটি অধ্যায়। মাতলির উক্তিতে তারই উল্লেখ :

> অনূসূয়া-প্রিয়ংবদা, কর্ণভগ্নী গৌতমীর কথামৃত কিংবা শাঙ্গরব-শারদ্বত শিষ্যদেব অযুত চাঞ্চল্য আজ দিকচিহ্নহীন, যজ্ঞবেদী ক্রন্দনাক্ত চারপাশে পিঙ্গল মেঘের মতোন রাক্ষস দানব দেরই কালো ছায়া।[৩১]

তাদের অশুভ স্পর্শে তপোবনের সৌন্দর্য, শান্তি-মিলিয়ে গেছে। এই নাট্যকাব্যে কালিদাসের উক্তিতে তা স্পষ্ট:

> হ্যাঁ-ধর্মপুত্র। মহর্ষি কণ্ঠের শুভকাণ্ড আশ্রমটি এখন তো লণ্ডভণ্ড নাজেহাল। মালিনী নদীর ধারাজল কণ্বের অচ্ছোদ সরসী পয়ঃকালীয় নাগের বিষে কিমাকার। উষর বিরাণ-লতাগুল্ম, তরুবল্লী পত্রহীন।[৩২]

ব্রহ্মলোকে ঘৃণা আর উপেক্ষার জ্বালা থেকে পরিত্রাণের আশায় এরা আশ্রয় নিয়েছে তপোবনে। স্বার্থপর ষড়রিপুর দাস আত্মসুখকামী এই মানবেরা শান্তির তপোবনে বুনেছে অশান্তির বীজ। এই নাট্যকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র হিটলার। আমরা হিটলারকে ইতিহাসের ঘৃণ্যতম নায়ক হিসেবে জানি। গ্যাসচেম্বারে ইহুদি হত্যার এক কলঙ্কিত নাম হিটলার যার কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই নাট্যকাব্যে অনুশোচনায় জর্জরিত হিটলার আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে তপোবনে শান্তি খুঁজে চলেছে। আত্মদ্বন্দ্বে পীড়িত নাট্যিক উপাদানে হিটলার চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন কবি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ আজ শান্তির অন্বেষণে। নিজের কৃতকর্মের জন্য তার মনস্তাপ :

> দ্বিতীয় মহাসমর উদগ্র বিজয় কামনায় উত্থিত রুধির ঊর্মিলতা
> একে একে পররাজ্য হণনের উন্মাদনা-আত্ম অহমিকা ঠেলে দেয় নাৎসিবাদের অন্ধকূপে
> লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তমেধ যজ্ঞে প্রজ্জ্বলিত বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় দানব
> মহর্ষিধামের সুচিস্মিতা আরণ্যক স্নিগ্ধকান্তি তপোবন
> দিয়েছে আশ্রয় হীনবল ক্লান্তজীর্ণ হিটলারে।[৩৩]

এ যেন কবির বিপন্ন অতীতের মাঝে বর্তমানের বিশ্ববীক্ষণ। মানব সভ্যতা এগিয়েছে অনেক। কিন্তু যুদ্ধবাজ মানুষের কারণে সবুজ শ্যামল পৃথিবীতে নেমে এসেছে দুঃখের অমানিশা। 'উপদ্রুত তপোবন' যেন তারই প্রতিচ্ছবি। প্রকৃতির সান্নিধ্য বঞ্চিত নিঃসঙ্গ মানুষের যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের আকৃতি কবির উপলব্ধিতে। তাই ইতিহাস, পুরাণ ও সমকালের ঐক্যবন্ধনে *অসংবৃত অন্ধকার*। এর ভাষা ওজস্বী, তৎসম শব্দ বহুল। যারগুণে পৌরাণিক চরিত্রগুলো মূর্ত হয়ে উঠেছে আপন মহিমায়। কবিতার উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প সৃজনে অনীক মাহমুদ ইতিহাস ও পৌরাণিক ঐতিহ্যকে সঞ্চারিত করেছেন পাঠকের চৈতন্যলোকে। কবি হৃদয়ের সাথে পাণ্ডিত্যের মেলবন্ধনে *অসংবৃত অন্ধকার* এক শিল্পিত দলিল।

তথ্যসূচি:

---

১ অনীক মাহমুদ, অসংবৃত অন্ধকার, ঢাকা : সুচয়নী পাবলিশার্স, ২০১৬

২ রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, 'প্রান্তিক' কাব্য ১৮নং কবিতা, বিশ্বভারতী: কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ১২০

৩ পুর্বোক্ত, পৃ. ৯

৪ সুধীর চন্দ্র সরকার সংকলিত, 'পৌরাণিক অভিধান', এম. সি সরকার এন্ড সন্স প্রা: লি: কলকাতা, বৈশাখ-১৩৮০ পৃ. ৩৮

৫ অনীক মাহমুদ, অসংবৃত অন্ধকার, পুর্বোক্ত, পৃ. ৯

[৬] পৌরাণিক অভিধান, পুর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৪
[৭] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শ্রেষ্ঠ রচনা সমগ্র, সালাউদ্দিন বইঘর: ঢাকা, ২০১৫
[৮] অনীক মাহমুদ, অসংবৃত অন্ধকার, পুর্বোক্ত, পৃ. ৯
[৯] পৌরাণিক অভিধান, পুর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৫
[১০] অনীক মাহমুদ, অসংবৃত অন্ধকার, পুর্বোক্ত, পৃ. ১১
[১১] পুর্বোক্ত, পৃ. ১২
[১২] পুর্বোক্ত, পৃ. ১২
[১৩] পুর্বোক্ত, পৃ. ১৩
[১৪] পুর্বোক্ত, পৃ. ১৪
[১৫] পুর্বোক্ত, পৃ. ১৩
[১৬] পুর্বোক্ত, পৃ. ১৫
[১৭] পুর্বোক্ত, পৃ. ১৫
[১৮] পুর্বোক্ত, পৃ. ১৬
[১৯] পুর্বোক্ত, পৃ. ১৭
[২০] পুর্বোক্ত, পৃ. ১৮
[২১] পুর্বোক্ত, পৃ. ২৫
[২২] পুর্বোক্ত, পৃ. ২৮
[২৩] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পুর্বোক্ত, পৃ. ৯১
[২৪] অনীক মাহমুদ, অসংবৃত অন্ধকার, পুর্বোক্ত, পৃ. ৯১
[২৫] মুনীর চৌধুরী ও কবীর চৌধুরী 'ওথেলো' (মূল উইলিয়াম শেক্সপীয়র), মাওলা ব্রাদার্স, জুন-১৯৯৮
[২৬] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পুর্বোক্ত, পৃ. ১৯১
[২৭] পুর্বোক্ত, পৃ. ৫১
[২৮] অনীক মাহমুদ, অসংবৃত অন্ধকার, পুর্বোক্ত, পৃ. ৫১
[২৯] বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : তুলি-কলম; সেপ্টেম্বর-১৯৯৪, পৃ. ১৩২
[৩০] রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, 'ক্ষণিকা' কাব্য, 'সেকাল' কবিতা; কলিকাতা : বিশ্বভারতী, পৌষ-১৪০২, পৃ. ১৯৭
[৩১] অনীক মাহমুদ, অসংবৃত অন্ধকার, পুর্বোক্ত, পৃ. ৫২
[৩২] পুর্বোক্ত, পৃ. ৫৩
[৩৩] পুর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।